মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (ভিআইপি)

বাংলাদেশে ভ্যাটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি

ইশতিয়াক বারি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
তৌফিকুল ইসলাম খান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), ঢাকা
মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)

বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এর রাজস্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি উৎপন্ন হয় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) দ্বারা। প্রত্যক্ষ কর শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকার এখনো বিশেষ কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি। কঠোর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ভ্যাটের প্রত্যাবর্তনশীল প্রবণতাকে প্রশমিত করতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোয় শহুরে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো পর্যাপ্তভাবে অন্তর্ভুক্ত নেই। ২০১৫-২০২১ সময়কালে, বিশ্বব্যাংকের ভ্যাট ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (ভিআইপি) কর্মসূচি ভ্যাটকে স্বয়ংক্রিয় হতে সাহায্য করেছিল, তবে এ পদক্ষেপে সাম্যভাবের লক্ষগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। স্বচ্ছতা ও করদাতাদের সন্তুষ্টি উন্নত করতেও এ কর্মসূচি ব্যর্থ হয়েছিল। স্বল্প আয়ের মহিলা উদ্যোক্তা এবং ভোক্তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের প্রবণতা আমলে রেখে বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই সামাজিক সুরক্ষার পরিধি (কভারেজ) বাড়াতে হবে এবং ভ্যাট প্রশাসনকে লিঙ্গ-সচেতন করতে হবে। বাংলাদেশ এবং এর উন্নয়ন সহযোগীদের প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

এ গবেষণা প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা, জনসাধারণের বিতর্কে অবদান রাখা, এবং উন্নয়ন ও মানবিক নীতি ও অনুশীলন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানানোর জন্যে। যে সংস্থাগুলো যৌথভাবে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে তাদের নীতিগত অবস্থানগুলো এ প্রতিবেদনে অগত্যা প্রতিফলিত হচ্ছে না। প্রকাশিত মতামতগুলো লেখকের নিজস্ব এবং অগত্যা কোনো পৃথক সংস্থার নয়।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বর্তমানে একটি দুর্বল ও অসম কর ব্যবস্থা রয়েছে। এটি ডমেস্টিক রেভেনিউ মোবিলাইজেশন (ডিআরএম) সহ সরকার ও নাগরিকবৃন্দের মাঝের সামাজিক চুক্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কর রাজস্ব শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের জন্যে একটি মূল অবদানকারী যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক নিচে। কর রাজস্ব বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনের ৭.৭%, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। সরকার পরোক্ষ করের ওপর রাজস্বের ৫৫% এরও অধিকের জন্যে ২০১৮ সালে নির্ভর করেছিল, যা বাস্তবিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উভয়দিক থেকেই নেতিবাচক অবদান রাখে। বিভিন্ন কোম্পানি ও উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে কর এড়িয়ে যাওয়া, কর প্রণোদনার সুবিধা গ্রহণ করা, এবং কর ফাঁকি দেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাব রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ২০২০-২০২১ সালে মোট রাজস্বের "৫০% সংগৃহিত হবে প্রত্যক্ষ কর থেকে" (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬)। অর্থনীতিতে এর অবদান হতে পারে ৫.৯ বিলিয়ন ডলার, যা সাস্থখাতের বাজেটের মোটামুটি দ্বিগুন। এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, ২০১৪ থেকে ২০২০ পর্যন্ত, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সহায়তা পায়নি; বরং সহায়তা পেয়েছে একটি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য যার নাম ভ্যাট ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (ভিআইপি)। এটি একটি ছয় বছর মেয়াদি ৬০ মিলিয়ন ডলারের কর্মসূচি। কর্মসূচিটি পরোক্ষ করের ওপর দেশের নির্ভরতাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে এ সংক্রান্ত কিছু উদ্বেগ ছিল। সুপ্র, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান, অক্সফামের সহায়তায় ভিআইপি এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক ট্যাক্স নীতির উপর গবেষণা করেছে।

ভ্যাট হল একটি পরোক্ষ ভোগ কর (consumption tax) যা পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন ও বন্টন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ের ওপর প্রযোজ্য। শ্রমিকের পারশ্রমিক, কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্য বা সেবা বিক্রয় পর্যন্ত সব ধাপই এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি বিক্রয় করের চেয়ে বিস্তৃত, যা কেবলমাত্র ভোগের চূড়ান্ত ধাপের ওপর প্রযোজ্য।

বিগত ১৫ বছরে, বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) সমস্ত কর রাজস্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি এসেছে ভ্যাট থেকে। উচ্চবিত্ত ব্যক্তি ও বড় কর্পোরেশনদের কর প্রদান নিশ্চিতকরণে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। দেশের ভ্যাট আইন, যা ২০১২ সালে পুনর্গঠন হয়ে ২০১৯ সালে সংশোধিত হয়, ব্যবসায়ীদের ২টি বিকল্প দেয়: তারা অভিন্ন হারে কর দিতে পারেন, বা একাধিক হারে কর দিতে পারেন। এ আইন কিছু নির্দিষ্ট পণ্য ও সেবাকে সম্পূর্ণ করমুক্ত করে দেয়। নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর প্রত্যাবর্তনশীল প্রভাব কমানো এবং শিশু শিল্পকে রক্ষা করার জন্য সারা বিশ্বে একটি সাধারণ উপায়, তবে বড় কর্পোরেশন এবং অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীগুলোও কর প্রদান এড়াতে এই ছাড়গুলো ব্যবহার করে।

ভ্যাটের কার্যকারিতা ডমেস্টিক রেভেনিউ মোবিলাইজেশন (DRM) এর ক্ষেত্রে কমে আসে যখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে আসে, অথবা যখন করের ছাড়গুলো বৃহত্তর শিল্প ও অর্থনৈতিক খাতে ছড়িয়ে পড়ে। অনানুষ্ঠানিক খাত বেশি বড় হয়ে গেলে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার

সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের ৮৫% এরও অধিক অনানুষ্ঠানিক খাতে, যা মোট মূল্য সংযোজনের ৪০% এর জন্য দায়ী।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, সংশোধিত আইনটি রাজস্বের চলনশক্তিকে আরও দক্ষ বানাতে পারে, বিশেষ করে যদি দেশটি একটি মসৃণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কায়িক থেকে স্বয়ংক্রিয় ভ্যাট সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে আছে। স্বয়ংক্রিয় ভ্যাট সংগ্রহ প্রক্রিয়া ভ্যাট ফাঁকি কমানোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পরে।

বিশ্বব্যাপী গবেষনা অনুযায়ী ভ্যাট একটি প্রত্যাবর্তনশীল কর, তবে কঠোর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এই প্রত্যাবর্তনশীল প্রবণতাকে প্রশমিত করতে পারে, বিশেষ করে যদি এসব সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভ্যাট ছাড়ের সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। একটি প্রধান সমস্যা হল যে এসব সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের শহুরে পরিবারগুলোকে পর্যাপ্তভাবে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। যদিও শহুরে বাসিন্দাদের ২০% দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, সরকারী নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো শুধুমাত্র ১১% শহুরে বাংলাদেশীদের কাছে পৌঁছেছে। এই প্রতিবেদনের জন্য যেসব নিম্ন আয়ের শহুরে বাসিন্দাদের সাক্ষাত্কার নেওয়া হয়েছে তারা নিজেদের সামাজিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এছাড়াও, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য থাকে, যেমন ওষুধ এবং দোকান থেকে মোবাইল ফোন চার্জ দেয়ার সুবিধা।

বাংলাদেশের নারীরা সম্পত্তির মালিকানা, মজুরি এবং পরিবার ও সমাজে ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসম বন্টনের সম্মুখীন। এই গবেষণার অংশ হিসেবে যে নারী উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তারা বলেছেন যে বর্তমান কর নীতি এই বৈষম্যগুলোকে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ। যেহেতু বেশিরভাগ মহিলা উদ্যোক্তাদের উদ্যোগগুলো মাইক্রো, ছোট অথবা মাঝারি আকারের, তারা ১৫% ভ্যাটের মানদণ্ডটিকে নিজেদের ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর হিসেবে দেখছেন। ভোক্তাদের দিক থেকে ভাবলে, নিম্ন আয়ের মহিলাদের মাসিকের পণ্যের উপর ভ্যাট দিতে হয়, যা তাদের সীমিত বাজেটের সংসারে টানাপোড়েনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২০১৫-২০২১ সময়কালে, বিশ্বব্যাংকের ভ্যাট ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (VIP) বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ভ্যাট ব্যবস্থাপনা করতে সাহায্য করেছিল। এ কর্মসূচি ভ্যাটকে দ্রুত স্বয়ংসক্রিয় হতে সাহায্য করেছে। ভিআইপি ইলেকট্রনিক ভ্যাট পেমেন্টের মোট মূল্যের লক্ষ্যমাত্রাকে প্রায় ২৫ ফ্যাক্টরে ছাড়িয়ে গেছে (২.৬ বিলিয়ন বাংলাদেশী টাকা বনাম ১০৫ মিলিয়ন বাংলাদেশী টাকার লক্ষ্যমাত্রা)। কর্মসূচিটি ভ্যাট ফেরত প্রক্রিয়ার সময়কে ১২০ থেকে ১০২ দিনে কমিয়ে আনতে চেয়েছিল। সময়ক্ষণ ৯০ দিনে নামিয়ে কর্মসূচিটি সেই লক্ষ্য অতিক্রম করেছে।

তবে ভিআইপি কর্মসূচিতে ভ্যাট বা অন্যন্য ট্যাক্সের সাম্যভাব অথবা ন্যায়বিচার বৃদ্ধির কোনো লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন আয় গোষ্ঠী ভ্যাট স্বয়ংসক্রিয় হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তা অর্থনৈতিক অসমতাকে কিভাবে বাড়িয়েছে বা কমিয়েছে তা বোঝার জন্য কর্মসূচিটি "ডিস্ট্রিবিউশনাল ইম্প্যাক্ট এনল্যাসিস" করেনি।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে (ফিস্কাল ইয়ার বা এফ ওয়াই) ভ্যাট রাজস্ব বেড়ে ১.১৫ ট্রিলিয়ন বাংলাদেশী টাকা (বিডিটি) হয়েছে, যা ভিআইপি-এর ৯১৪ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক বেশি। কর্মসূচীর জীবনকালে রাজস্ব বার্ষিকভাবে ১৫.১% বৃদ্ধি পায়, তবে করোনভাইরাস মহামারী শুরু হওয়ার পরে এ মাত্রা কমে কেবল ৪.৯% এ নেমে আসে। বিপরীতভাবে, প্রত্যক্ষ কর থেকে যে রাজস্ব আসে - যেমন কর্পোরেট এবং ব্যক্তিগত আয়কর - সেগুলো অল্পগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি ২০১৪ থেকে ২০১৮ এর মাঝে কমেছেও। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড-অফ এবং ২০১৬ সালে অর্থমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা উন্নত করার যে প্রতিশ্রুতি ছিলো তার জন্য একটি হারানো সুযোগ।

কিছুটা কোভিড-১৯ সংকটের কারণেই, ভিআইপি ভ্যাটের স্বচ্ছতা উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসন কর্মসূচিটির নিরীক্ষা (অডিটিং) বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল, যাতে সঠিক মূল্যায়নের ফলশ্রুতিতে আরও রাজস্ব আসতে পারে। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য সরকার কখনই কোন নিরীক্ষা সারগ্রন্থ (অডিট ম্যানুয়াল) বানায়নি। এনবিআরের ওয়েবসাইটে বেশ কিছু বিষয়ে তথ্য আছে, যেমন মাসিক ভ্যাট সংগ্রহ এবং ভ্যাট ফেরতের অংক, ই-পরিষেবা, নিয়মসমূহ, ফর্মসমূহ, সাধারণ প্রশ্ন সামগ্রী, এবং নানাবিধ কাঠামো ও প্রক্রিয়া। রাইট টু ইনফরমেশন (আরটিআই) কর্মকর্তাদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে সে সম্পর্কেও এ ওয়েবসাইটে লেখা আছে। তবে ওয়েবসাইটটি স্বচ্ছতার জন্য কতটা অবদান রাখে তা সন্দেহজনক, কারণ বিশ্বব্যাংকের অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১৩% এরও কমের কাছে ইন্টারনেট আছে।

কর্মসূচিটি করদাতাদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়েছে। এই রিপোর্ট এবং অন্যান্য গবেষণায় ভ্যাটের অনেক বিষয় নিয়ে উচ্চ মাত্রার অসন্তোষ দেখা গেছে ভোক্তা এবং উদ্যোক্তা উভয়ের মাঝেই। বিশেষ করে নিম্ন আয় ও মহিলা ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রচুর অসন্তোষ দেখা গেছে, যেটি একটি হতাশাজনক ফলাফল।

যেহেতু ই-কমার্স, ফেসবুক ভিত্তিক কমার্স, এবং ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দ্রুত বেড়ে চলেছে, ভ্যাট ফাঁকি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বেড়ে যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাধানগুলোকে একীভূত করা ভ্যাট ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

এনবিআরের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হল ভিআইপির সহায়তায় গড়ে তোলা কাঠামো এবং প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া এবং যখন এবং যেখানে প্রয়োজন তখন সেগুলোকে সূক্ষ্মভাবে উন্নত করা। এ বিষয়ে একটি সমস্য হলো যে কর সংস্কার কর্মসূচিগুলোর সময়কাল শেষ হয়ে গেলে তাদের আর তেমন কোন প্রভাব থাকে না। তার ওপর, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভ্যাট পদ্ধতির প্রতিরোধ এনবিআরের বাহির এবং ভেতর উভয় থেকেই আসতে পারে, কারণ এই পদ্ধতিগুলো এনবিআর কর্মকর্তাদের নিজস্ব ক্ষমতা হ্রাস করে এবং ব্যবসা ও রাজনৈতিক অভিজাতদের ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমিয়ে দেয়।

ভ্যাটের যে প্রত্যাবর্তনশীল প্রকৃতি এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব, তা মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর পরিধি (কভারেজ) বাড়াতে হবে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। এ কর্মসূচিগুলোকে আরও ভালোভাবে সাজাতে হবে এবং এগুলোর লক্ষ্যায়নকে

উন্নত করতে হবে। সেইসাথে, এগুলোর কার্যকর প্রচার নিশ্চিত করতে হবে যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা জানেন যে কীভাবে তারা নিজেদের জন্য বরাদ্দ সুবিধাগুলো নিতে পারবেন।

বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাংকসহ অন্য বহিরাগত অংশীদারদের কর ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্যে ভবিষ্যতের ডিআরএম প্রচেষ্টাগুলোকে কর্পোরেশনসমূহ, উচ্চবৃত্ত ব্যক্তিগণ, সম্পদ, সম্পত্তি এবং মূলধন, এবং অন্যান্য প্রগতিশীল রাজস্বের প্রবাহের দিকে নজর রাখতে হবে। একই সাথে সরকারকে লিঙ্গ-অন্ধ ভ্যাট প্রশাসনের অবসান ঘটাতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে ট্যাক্স বর্তমানে নিম্ন আয়ের মহিলা উদ্যোক্তা এবং ভোক্তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মহিলা-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই ক্ষুদ্র অথবা ছোট ও মাঝারি আকারের। এগুলোর জন্যে ভ্যাট এবং শুল্কের হার কমালে এবং মাসিকের পণ্যগুলোকে ভ্যাট-মুক্ত তালিকায় যুক্ত করলে অর্থ ও লিঙ্গ উভয়ের ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার বৃদ্ধি পাবে।

স্বীকৃতি

ইস্তিয়াক বারী বাংলাদেশের ঢাকায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র লেকচারার।

তৌফিকুল ইসলাম খান বাংলাদেশের ঢাকায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।

মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ ঢাকায় অবস্থিত একজন স্বতন্ত্র গবেষক। তিনি সুপ্র-এর জন্য বেশ কিছু গবেষণা করেছেন।

সুপ্র এবং অক্সফাম এই প্রতিবেদনটিতে সহায়তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানায়: নাসিরুদ্দিন আহমেদ, সাইফুল আলম, বুকোলা আনিফোওশে, আব্দুল আউয়াল, মার্ক কোহেন, উইনস্টন কোল, নাথান কপলিন, দীপঙ্কর দত্ত, এরোমা দত্ত, নিক গ্যালাসো, ক্যারেন গ্রোন, বার্নহার্ড গুন্টার, জাকিয়া হক, মোহাম্মদ খালিদ হোসেন, মোহাম্মদ সোয়েব ইফতেখার, গায়ত্রী কুলওয়াল, আলেকজান্দ্রা কোটোস্কি, ট্রেসি লেন, এম এ মান্নান, মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, ফারিয়া মহিউদ্দিন, সেরেন ওজার, টমাস পোপ, এ.জে.এম. জোবায়দুর রহমান, আতিউর রহমান, এস এম মনজুর রশিদ, জোনাথন রোজ, ফুরকান আহমদ সেলিম, স্টেফানি স্মিথ, জ্যানেট স্টটস্কি, কাজী ফরিদ উদ্দিন, এলিজাবেথ ভিনসেন্ট এবং মেহবুবা ইয়াসমিন। সুপ্র এবং অক্সফাম ৭ জুলাই ২০২১ এর একটি ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী ৬০ জনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানায়, যারা এ প্রতিবেদনের একটি পূর্ববর্তী খসড়ার প্রতি তাদের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

গবেষণা প্রতিবেদন

এ গবেষণা প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা, জনসাধারণের বিতর্কে অবদান রাখা, এবং উন্নয়ন ও মানবিক নীতি ও অনুশীলন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানানোর জন্যে। যে সংস্থাগুলো যৌথভাবে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে তাদের নীতিগত অবস্থানগুলো এ প্রতিবেদনে অগত্যা প্রতিফলিত হচ্ছে না। প্রকাশিত মতামতগুলো লেখকের নিজস্ব এবং অগত্যা কোনো পৃথক সংস্থার নয়।

আরও তথ্যের জন্য, বা এই প্রতিবেদনে মন্তব্য করার জন্য মার্ক কোহেনকে marc.cohen@oxfam.org-এ ইমেল করুন।

© অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল মে ২০২২

এই প্রকাশনাটিতে কপিরাইট আছে তবে এটি এডভোকেসি, প্রচারণা, শিক্ষা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি প্রকাশনাটি উৎস হিসেবে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়। কপিরাইটধারকদের অনুরোধ যে এ ধরনের সমস্ত ব্যবহার তাদের সাথে নিবন্ধিত হোক, যাতে প্রতিবেদনটির প্রভাব মূল্যায়নে সহায়তা হয়। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে অনুলিপি করার জন্য, বা অন্য প্রকাশনায় পুনঃব্যবহারের জন্য, বা অনুবাদ বা অভিযোজনের জন্য, অনুমতি নিতে হবে এবং তার জন্য একটি মূল্য প্রযোজ্য হতে পারে। এ বিষয়ে জানতে policyandpractice@oxfam.org.uk এ ইমেইল করুন।

সংবাদমাধ্যমদের কাছে পেঁৗছানোর সময়ক্ষণে এই প্রকাশনাটির তথ্যগুলো সঠিক।

অক্সফাম জিবি দ্বারা অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের জন্য ISBN 978-1-78748-923-3 এর অধীনে ২০২২ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছে।
ডিওআই (DOI): 10.21201/2022.9110
অক্সফাম জিবি, অক্সফাম হাউস, জন স্মিথ ড্রাইভ, কাউলি, অক্সফোর্ড, OX4 2JY, ইউনাইটেড কিংডম।

অক্সফাম

অক্সফাম ২১টি সংস্থার একটি আন্তর্জাতিক সংঘ, যা তার অংশীদার এবং মিত্রদের সাথে মিলে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবা করে। একসাথে, একটি সমান ভবিষ্যতের জন্য আমরা দারিদ্র্য এবং অবিচারকে মোকাবেলা করি, বর্তমান এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের মাধ্যমে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের যেকোন শাখার কাছে লিখুন অথবা www.oxfam.org এ প্রবেশ করুন।

সুপ্র

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) বাংলাদেশের তৃণমূল বেসরকারি সংস্থাগুলোর একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক, যা তৃণমূল, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে অধিকার ভিত্তিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সুপ্র বিশ্ব ও জাতীয় স্তরের নিয়ম, প্রবিধান এবং নীতিগুলোকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে যাতে তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের সাহায্য করতে পারে।

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ফ্ল্যাট # ই-৮, লেভেল-৮, এম্পোরিয়াম (বিটিআই বিল্ডিং), ১৪/১ মিরপুর রোড
শ্যামলী, ঢাকা, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: +৮৮ ৯১২২৬২৮
ই-মেইল: info@supro.org